

FQH = 7

1

নাজাসাতের আহকাম



নাজাসাতের আভিধানিক অর্থ:

المستقذرة : النجاسة: ضد الطهارة

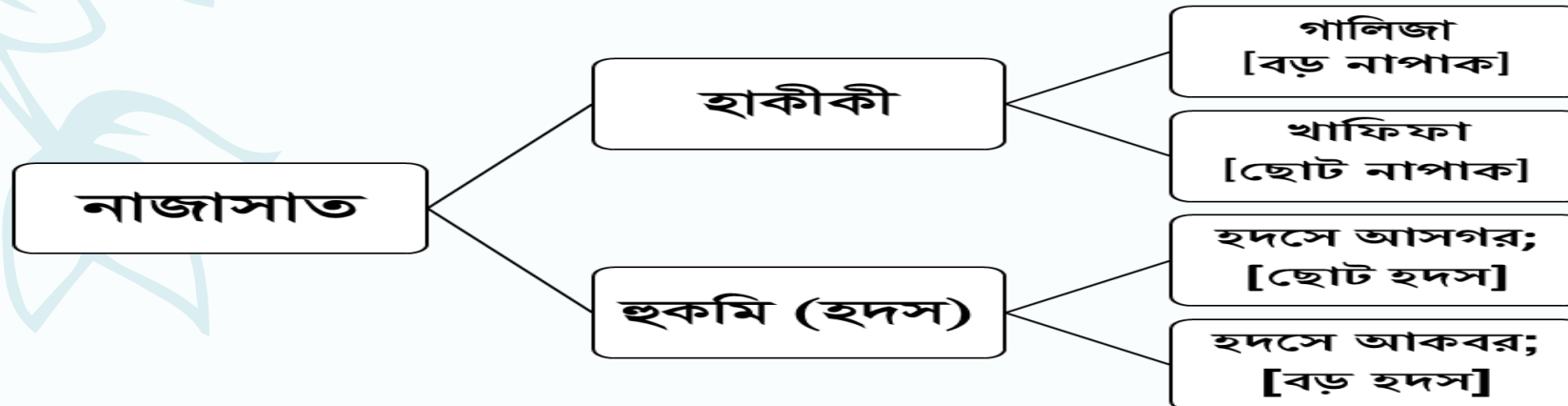
‘নাজাসাত’ এটি তাহারাৎ এর বিপরীত: আভিধানিক অর্থ নোংরা-ময়লা।

শরয়ী পরিভাষায় নাজাসাত:

هي مستقذرة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

শরীর- পোশাক ও স্থান এমন নাপাক হওয়া; যা সালাত পড়তে; বাধাগ্রস্ত করে; এবং তা থেকে দূর করত, পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেয়।

নাজাসাতের প্রকারভেদ



নাজাসাতে গালিজার উদাহরণ

❖ যে সকল বস্তু মানুষের শরীর থেকে বের হয়ে গেলে অজু নষ্ট হয় অথবা-

গোসল ফরজ হয়, ঐ সকল বস্তু নাজাসাতে গলিজা যেমন; পায়খানা, প্রস্রাব, মনি, মজি, পুঁজ এবং মুখভর্তি বমি, হায়েজ, নেফাস এবং ইন্তেহায়ার রক্ত। উল্লেখ্য: (ফেকহে হানাফী অনুযায়ী) শিশু, বালক-বালিকা যে বয়সেরই হোক তাদের প্রস্রাবও নাজাসাতে গলিজার মধ্যে গণ্য। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ

রাসূল ﷺ-এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং এর ওপর ঢেলে দিলেন। সহীহ বুখারী ২২২

❖ প্রবাহিত রক্ত।

বি. দ্র. যে জীবের রক্ত বহমান নয় সে ধরনের জীব প্রাণত্যাগ করলে তা নাপাক হয় না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ.

“তোমাদের কারোর খাদ্যপানীয়তে মাছি বসলে ওকে তাতে ডুবিয়ে অতঃপর উঠিয়ে নিবো। কারণ, তার একটি ডানায় রয়েছে রোগ এবং অপরটিতে রয়েছে উপশম।” সহীহ বুখারী, ৩৩২০

❖ মৃত প্রাণীর গোশত ও চামড়া; যা শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ ব্যতীত মারা যায়।

বি. দ্র. মৃত মাছ ও পঙ্গপাল পবিত্র ও তা খাওয়া জায়েয।

‘আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

أَحَلَّتْ لَنَا مَيِّتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.

“আমাদের জন্য দু’টি মৃত জীব ও দু’ধরনের রক্ত হালাল করে দেওয়া হয়েছে। মৃত দু’টি হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল এবং রক্তগুলো হচ্ছে কলিজা ও তিল্লী” ইবন মাজাহ, ৩২৭৮

❖ শূকরের গোশত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“আপনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিন! আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানের মধ্যে আহারকারীর ওপর কোনো বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন পাই নি। তবে শুধু মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত যা হারাম করা হয়েছে। কেননা, তা নিশ্চিত নাপাক ও শরী‘আত গর্হিত বস্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে” সূরা আল-আন‘আম ১৪৫

❖ যে সকল জন্তুর গোস্ত হালাল নয়, তাদের প্রস্রাব, লাদ।

❖ যে সকল জন্তুর গোস্ত হালাল , তাদের গোবর- কুকুরের মল *হিংস্র জানোয়ারের মল।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَّمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে আমাকে তিনটি টিলা উপস্থিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমি দু’টি টিলার ব্যবস্থা করলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তৃতীয়টি জোটাতে পারি নি। অতএব, আমি একটি গাধার মল রাসূলুল্লাহ সা. সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি অপর দু’টি টিলা নিয়ে সেটি ফেলে দিলেন এবং বললেন: এটি অপবিত্র” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬

❖ অনুরূপভাবে *হাঁস * মুরগীর বিষ্ঠাও নাজাসাতে গলিজার অন্তর্ভুক্ত।

❖ *বিড়াল এবং *ইঁদুরের পায়খানাও নাজাসাতে গালিজা।

মাইমূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইঁদুর পড়া ঘি়ের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

الْقُورُهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُّوا سَمَنَكُمْ.

“ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী ঘিটুকু ফেলে দিয়ে বাকি অংশটুকু খেতে পারবে” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৫

অন্যদিকে ইঁদুর যদি তরল খাদ্য বা পানীয়তে পতিত হয় তা হলে দেখতে হবে; যদি পূর্বের ন্যায় ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী খাদ্য ও পানীয়টুকু ফেলে দেওয়া সম্ভব হয় যাতে অন্য অংশটুকুর স্বাদে, গন্ধে বা রংয়ে ইঁদুরের কোনো আলামত অনুভূত না হয় তাহলে তা পাক হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়। খাদ্য-পানীয়তে এ ছাড়া অন্য কোনো নাপাকী পড়লেও তাতে একই বিধান কার্যকর হবে।

বি. দ্র. বিড়াল কোনো থালা-বাসনে মুখ দিলে তা অপবিত্র হয় না। আবু ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

“বিড়াল নাপাক নয়। কারণ, বিড়াল-বিড়ালী তোমাদের আশেপাশেই থাকে। ওদের নাগাল থেকে বাঁচা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়” আবু দাউদ, ৭৫

❖ কুকুরের সবকিছুই নাপাক। আর তার মুখের লালাও নাপাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقَهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

“তোমাদের কারোর পানপাত্রে কুকুর মুখস্থাপন করলে তাতে খাদ্য পানীয় যা কিছু রয়েছে উহার সবটুকুই ঢেলে দিবে। অতঃপর উহাকে সাতবার ধুয়ে নিবে” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯

❖ মদ ও মাদকদ্রব্য দিয়ে তৈরী সুগন্ধি। মদ অপবিত্র। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর এসব অপবিত্র। শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকবে। তা হলে তোমরা সফলকাম হবে”। সূরা আল-মায়দাহ, ৯০

নাজাসাতে গালীযার হুকুম

গালীজা নাপাক যেমন পেশাব যতটুকুই লাগুক না কেন; যেখানে নাপাক লাগছে কাপড়ের উক্ত অংশটি নাপাক হয়ে যাবে।

তবে এর দ্বারা নামায পড়া শুদ্ধ হওয়ার জন্য

তরল নাপাকীর ক্ষেত্রেঃ নাজাসাতে গলীযা যদি কাপড়ে বা শরীরে লাগে এবং তা তরল হয় (যেমন, প্রস্রাব) তাহলে সেক্ষেত্রে তা যদি দিরহামের আয়তন (অর্থাৎ হাতের তালুর গভীরতা সমপরিমাণ) এর কম হয়। অথবা নাপাকি শক্ত হলে- যদি দিরহামের ওজন (বর্তমান মেট্রিক হিসাবে যা ৩.০১৬৮ গ্রাম)-এর চেয়ে কম হয় তাহলে তা না ধুয়ে নামায পড়লে নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে এ পরিমাণ অল্প নাপাকিও ধুয়ে নেওয়া ভালো। তাই সাধারণ অবস্থায় এ পরিমাণ নাপাকি নিয়ে নামায পড়া অনুত্তম। আর যদি নাপাকি দিরহামের সমপরিমাণ হয় তাহলে তা ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। এ অবস্থায় নামায পড়া মাকরুহ তাহরীমী। তাই কেউ এ অবস্থায় নামায পড়লে সে নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে।

قال صلى الله عليه و سلم : تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-এক দিরহাম পরিণাম রক্তের দরুন নামাযকে পুনরায় আদায় করা সুনানে বায়হাকী ৩৮৯৬

হযরত আলী রাঃ এবং ইবনে মাসউদ রাঃ [কাপড়] নাপাক হওয়ার পরিমাণ- নির্দিষ্ট করেছেন এক দিরহাম। আর আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ নির্ধারণ করেছেন নখ পরিমাণ। উমদাতুল কারী-৩/১৪০

নাজাসাতে খফিফার উদাহরণ

- হালাল পশুর পেশাব, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি।
- ঘোড়ার পেশাব।
- গোশত খাওয়া হারাম; এমন পাখীর বিষ্ঠা, যেমন কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি। অবশ্য বাদুরের পেশাব-পায়খানা পাক।

হুকুম

নাজাসাতে খফিফা শরীর বা কাপড়ে লাগলে, শরীর বা কাপড়ের চার ভাগের এক ভাগের কম হলে মাফ আর পূর্ণ চার ভাগের এক ভাগ বা আরো বেশি হলে মাফ নয়।

বি.দ্র. নাজাসাতে খফিফা যদি নাজাসাতে গালিয়ার সাথে মিশে যায় তা গালিয়ার পরিমাণ যতোই কম হোক না কেন, তথাপি সব নাজাসাতে গালিয়া হয়ে যাবে।